যায়যায়দিন

তারিখ ... 30 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৬ ... ২

নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ

চাই কার্যকর ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা

কয়েক মাসের মধ্যে একটি যুগোপযোগী নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে যাচ্ছে সরকার। এ ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট- জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। দেশের শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে সরকারের প্রয়াসকে আমরা স্বাগত জানাই। দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে আসে এমন শিক্ষানীতিই সবার প্রত্যাশা।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন দেশের শিক্ষাবিদরা। তাদের দেয়া সুপারিশগুলোর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে- যোগ্য ব্যক্তিদের উপাচার্য নিয়োগ করা, ধর্ম শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় রাখা, পাসের ক্ষেত্রে সংখ্যা নয় মানকে বিবেচনায় আনা, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বচ্ছ ও আধুনিকীকরণ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের দুর্নীতি ও অপচয় তদন্ত করা, গবেষণা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো, শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে কম্পিউটারের ব্যবহার বাড়ানো, কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা, গ্রামীণ শিক্ষার উন্নয়নে নজর দেয়া, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ রোধ ইত্যাদি। শিক্ষাবিদরা স্থগিত একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না করার দাবি জানান। এর পাশাপাশি দেশে প্রচলিত বাংলা, ইংরেজি ও মাদ্রাসা- এ তিন শিক্ষা মাধ্যমকে একীভূত করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারেও গুরুত্ব দেন তারা।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এ মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড় করালে আমরাও জাতি হিসেবে উঠে দাঁড়াতে পারবো। সরকারের বাকি সব কাজের চেয়ে শিক্ষার ওপরই গুরুত্ব দেয়া দরকার। শিক্ষা খাতে ব্যাপক পরিমাণে বিনিয়োগ করা দরকার। এটি এমন একটি বিনিয়োগ যার লাভ পাওয়া যাবে সমাজের সব ক্ষেত্রেই। তাই শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদদের যে পরামর্শগুলো দিয়েছেন তা অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে এবং শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সুশিক্ষার দিকেও নজর দিতে হবে।

সুশিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে দুর্নীতি থাকবে না, অন্তত এর পরিমাণ অনেক কমে যাবে- এমনটাই আমরা মনে করি। অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে শিক্ষার আলোয় দেশকে আলোকিত করা হলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, আসবে স্বচ্ছতা। জাতি যখন শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হবে তখন আস্তে আস্তে দুর্নীতি দূর হবে। জাতিকে পুরোপুরি শিক্ষিত করে তোলা ছাড়া দুর্নীতি রোধ করা কখনই সম্ভব নয়।

বিশ্বায়নের এ যুগে মাতৃভাষার পাশাপাশি প্রতিটি দেশ, বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকদের ইংরেজি ভাষা জানার কোনো বিকল্প নেই। বিদেশে কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, কূটনৈতিক সম্পর্কসহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই ইংরেজি ভাষা জানার গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না। তাই ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রেও সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে কোনো ধরনের বৈষম্য রাখা যাবে না। শহরের তুলনায় গ্রামের শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে দুর্বলতা বেশি। এ দুর্বলতা দূর করার জন্য সঠিক কর্মপরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।

বাংলাদেশ একটি শ্রমশক্তি রপ্তানিনির্ভর দেশ। বিদেশের সঙ্গে এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও দিন দিন বাড়ছে। ব্যবসায়িক তথ্য আদান-প্রদান এবং শ্রমিক রপ্তানিতে বিপ্লব সৃষ্টির জন্য নাগরিকদের ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী করতে হবে। সেই সঙ্গে সুশিক্ষায়ও শিক্ষিত করতে হবে। এসব বিবেচনায় রেখেই সরকার নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে- এটাই প্রত্যাশা।